দৈনিক সংবাদ

তারিখ 22 FEB 1998
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

সারিয়াকান্দির জনসভায় শেখ হাসিনা

বগুড়ায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় হবে

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বগুড়া, ১৬শে ফেব্রুয়ারি।– প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান বিরোধীদল বিএনপি সাংসদদের সংসদে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, ''দেশ ও দেশবাসীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সরকারকে সহযোগিতা করুন এবং সংসদে জনগণের সমস্যার কথা বলুন।'' তিনি গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে পূর্ব বগুড়ার সারিয়াকান্দি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে ভাষণ দেয়ার সময় এ কথা বলেন।

সারিয়াকান্দি থানা আওয়ামী লীগ সভাপতি মনজিল আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ঐ জনসভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পানি সম্পদমন্ত্রী আবদুর রাজ্জাক, তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, প্রতিমন্ত্রী মহিউদ্দিন খান আলমগীর, বগুড়া-জয়পুরহাট আসনের সাংসদ কামরুন্নাহার পুতুল, প্রেসিডিয়াম সদস্য আবদুল জলিল, কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আবদুল মান্নান, যুগ্ম সম্পাদক শামসুর রহমান খান, আওয়ামী লীগ বগুড়া জেলা শাখার সভাপতি মমতাজ উদ্দিন ও সাধারণ সম্পাদক ফেরদৌস জামান মুকুল।

শেখ হাসিনা বলেন, ''আগামী ২০০৬ সালের মধ্যে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করতে চাই; তাই সরকার প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরই উন্নতি চায়। আর এজন্যই পর্যালোচনা করে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।'' আধুনিক এবং বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন, ''বগুড়ায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় করা হবে।''

শেখ হাসিনা উপস্থিত জনগণকে উদ্দেশ করে বলেন, '৯৬ সালে নির্বাচনের আগে নদী ভাঙ্গন রোধে আওয়ামী লীগ যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বর্তমান সরকার সে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় ইতোমধ্যেই সারিয়াকান্দিতে ৫শ' ৭৭ কোটি টাকা ব্যয়ে যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্পের যে কাজ শুরু করা হয়েছে তা আগামী নভেম্বরের মধ্যে শেষ হবে।

তিনি নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনে তার সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলোর কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, সরকার 'আশ্রায়ন প্রকল্প' নামে একটি প্রকল্পের কাজ হাতে নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে ঐ প্রকল্প বাস্তবায়নে অর্থের যোগান দেয়া হচ্ছে এবং ইতোমধ্যেই বগুড়ার সারিয়াকান্দি, সোনাতলা ও ধুনটসহ অনেক এলাকাতেই ঘরবাড়ি তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। সারিয়াকান্দিতে সরকারি চিকিৎসা সুবিধা বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন, ৩১ শয্যাবিশিষ্ট সারিয়াকান্দি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটিকে ৫০ শয্যাবিশিষ্ট স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে উন্নীত করা হবে। চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় আধুনিক যন্ত্রপাতিও দেয়া হবে। তিনি বগুড়া-সারিয়াকান্দি সড়কটি আরো প্রশস্ত করার কথাও ঘোষণা দেন।

জনগণের দাবির মুখে সারিয়াকান্দিতে তিনি একটি অটো টেলিফোন এক্সচেঞ্জ এবং ফায়ার ব্রিগেড স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। শিক্ষিত যুবকদের কর্মসংস্থানের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন, চাকরির পিছনে ঘুরতে গিয়ে যাতে সময় নষ্ট না হয় সে জন্য 'আত্মকর্মসংস্থান ব্যাংক' গঠন করা হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি বগুড়ার সব এলাকাতেই যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রম সম্প্রসারণের কথাও উল্লেখ করেন। বগুড়া শহরকে যানজটমুক্ত করতে বাইপাস সড়ক নির্মাণ এবং বগুড়াকে আবারো শিল্পনগরী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে বলে শেখ হাসিনা প্রতিশ্রুতি দেন। শেখ হাসিনা বগুড়ার উন্নয়নে তার সরকারের সহযোগিতার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, ২শ' ৫০ শয্যার মোহাম্মদ আলী হাসপাতালকে ৫শ' শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে। বগুড়ায় বিমানবন্দরের কাজ এগিয়ে চলেছে। ২১ কোটি টাকা ব্যয়ে মসলা গবেষণা কেন্দ্র নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। ২ হাজার লাইনের ডিজিটাল টেলিফোন এক্সচেঞ্জ চালু করা হয়েছে। ১ কোটি টাকা ব্যয়ে সুইমিং পুল নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। এছাড়াও আড়াই কোটি টাকা ব্যয়ে ২৫ বেডের ডায়াবেটিক হাসপাতাল নির্মাণ করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, উত্তরাঞ্চলের সাথে দেশের অন্যান্য জেলার সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতির জন্য বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণকাজ চলছে; আগামী জুনে এ সেতু চালু হবে। তখন রাজধানী ঢাকাসহ অন্যান্য এলাকার সাথে সড়ক যোগাযোগ সহজতর হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি বগুড়ায় নির্মাণাধীন বাস টার্মিনালের কথাও উল্লেখ করেন। শেখ হাসিনা আরো বলেন, বগুড়ায় পূর্ণাঙ্গ বেতার কেন্দ্র নির্মাণের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

'৯৬ সালের নির্বাচনে বগুড়ায় আওয়ামী লীগের পরাজয়ের বিষয়টি স্মরণ করে তিনি দুঃখ করে বলেন, আপনারা আমাদের ভোট না দিলেও আমরা আপনাদের ভুলিনি, আপনাদের সমস্যার কথা ভুলিনি। কিন্তু আপনারা বিএনপির যাদের ভোট দিয়ে সাংসদ বানিয়েছেন তাদের এখানে দেখা যায়নি, সংসদেও তারা যান না। এর আগে শেখ হাসিনা সারিয়াকান্দির মথুরাপাড়া সদরসহ কয়েকটি এলাকায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্পের কাজও পরিদর্শন করেন।